জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৫ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৫৭ ইংরাজী 1st Nov. 1950 | ২৪শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

চাটার্জ্জী ব্রাদার্সের

জনপ্রিয় সুবাসিত তরল আলতা

"দেশবন্ধু," "অমিয়রঞ্জন," "বিয়ের কনে," "প্রভা" ও "পবিত্র"।

প্রাপ্তিস্থান :— চাটার্জ্জী ব্রাদার্স — বেজপাড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৬২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর, জঙ্গিপুর বাবুবাজার

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—

এই ইতিহাস হিন্দুস্থানের সেবা ও সমৃদ্ধির ইতিহাস। ১৯৪৯ সালের মতো দুর্বৎসরেও বাংলার ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠ বীমা-প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ এর ক্রমোন্নতির ইতিহাসে আর একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। বিশদ বিবরণ সহ প্রকাশিত উক্ত সালের উদ্বৃত্ত-পত্রে সোসাইটির সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ সাফল্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নূতন বীমা	...	১৩,৩৬,০৬,২৪৩৲
মোট চল্‌তি বীমা	...	৬৯,৭৩,২৩,২১৮৲
প্রিমিয়ামের আয়	...	৩,২০,০৩,৭১৫৲
বীমা তহবিল	...	১৪,২০,৬১,৯৪১৲
মোট সম্পত্তি	...	১৫,৬৪,২৯,৭৭১৲
বীমার দায় শোধ	...	৭১,০২,৫০০৲

সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর ধরিয়া দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৫৭ সাল।

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

—:o:—

আমরা চিরাচরিত প্রথানুসারে আমাদের পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়িগণের উদ্দেশে পাত্রভেদে প্রণাম, নমস্কার ও শুভেচ্ছাসহ বিজয়ার আলিঙ্গন জ্ঞাপন করিতেছি।

মা এলেন, মা গেলেন, কি নিয়ে গেলেন ? কি দিয়ে গেলেন ?

ত্রেতাযুগে বনবাসী রামচন্দ্র অত্যাচারী রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের জন্য অকালে মহামায়ার বোধন করিয়া শরৎকালে তাঁহার অর্চ্চনা-পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তদবধি এই শারদীয়া মহাপূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য সংগৃহীত নীলপদ্মের একটী কম হওয়ায় রামচন্দ্র মায়ের নিকট জ্ঞাপন করেন—"মা! আমাকে লোকে "পদ্মআঁখি" বলে আমি হৃত পদ্মটীর পরিবর্ত্তে তাহার অনুকল্পে আমার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া নেত্র উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলে, মা মহামায়া তাঁহার ভক্তি ও ত্যাগে তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে চক্ষু উৎসর্গে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রামচন্দ্রের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আজ আমরা মায়ের পূজার যে কোন কষ্টলভ্য উপকরণের পরিবর্ত্তে "গঙ্গোদকং" অনুকল্পে মহাপূজা সমাপন করিয়া থাকি। মা আমাদের এই স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি কি বুঝিতে পারেন না ?

মায়ের পূজার ফল স্বরূপ কামনা করি—ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, রাজ্যং দেহি, এমন কি মায়ের কাছে "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" বলিতেও ইতস্ততঃ করি না। মা কিছু বলুন, আর নাই বলুন—আমাদের পাওনা দেখিয়া ঠিক বুঝি—মা বলিয়া গেলেন—বৎস! ধনার্থে গঙ্গোদকং লও, পুত্রার্থে গঙ্গোদকং লও ইত্যাদি ……। মায়ের নিজের সংসার দেখিলেই, তাঁহার যে অবিচার নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। স্বামী সদাশিব সিদ্ধি গাঁজা ইত্যাদি নেশাখোর, তাই তাঁহাকে ভিক্ষাদ্বারা অন্ন সংস্থান করিতে হয়। মা সেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে কত কষ্ট করিয়া দিনপাত করেন। আমাদের ভক্তির উপযুক্ত ফলই পাইয়া থাকি। ইহাতে বলিবার কিছু নাই।

বাঙলার ভাগ্য

হিন্দুর প্রধান পর্ব্ব দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় কংগ্রেসের সভাপতি রাজর্ষি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন শুভাগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা তাঁহার রাজসিক সম্বর্দ্ধনায় বিপুল উৎসাহ, উদ্যম এবং আগ্রহ দেখাইয়াছিল। রাজর্ষি বাঙলা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নাম ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বর হইতে কোনও ক্রমে রাজি হইতে ছিলেন না। রাজর্ষি শেষ পর্য্যন্ত কি দাওয়াই প্রয়োগ করিয়া পণ্ডিতজীকে রাজি করাইলেন তাহা তিনিই জানেন। বাঙলার কোনও কিম্বৎ থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা মনে করি বাঙলার সফর বুঝি রাজর্ষির পক্ষে এই শুভ সূচনার মূলীভূত কারণ।

রাষ্ট্রপতির শুভাগমন

আসামের অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বিচলিত হইয়া ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সহৃদয় প্রথম রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আসাম সফরে বাহির হইয়াছিলেন। আসাম পরিদর্শনান্তে রাষ্ট্রপতি গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪-৫৫ মিনিটের সময় দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর, মন্ত্রিগণ ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিমান ঘাঁটি হইতে লাট প্রাসাদে আগমনের পথে অগণিত জনসাধারণ তাঁহাকে রাজোচিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রপতির গাড়ী থামাইয়া তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। জনতার মধ্য হইতে তাঁহার গাড়ীতে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। প্রথম রাষ্ট্রপতির প্রথম পদার্পণ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের লাটপ্রাসাদ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

সোমবার প্রত্যুষে ৭ ঘটিকায় রাষ্ট্রপতি একখানি বিশেষ ট্রেণযোগে কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী ধুবুলিয়া আশ্রয়প্রার্থী শিবির পরিদর্শনার্থে গমন করেন। এই শিবিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখান হইতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রাণাঘাট আশ্রয় শিবির পরিদর্শনে যাত্রা করেন। উভয় শিবিরেই শরণার্থী আবালবৃদ্ধবনিতা রাষ্ট্রপতিকে রাজোপম সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহার জয়ধ্বনিতে শিবিরগুলি মুখরিত হইয়াছিল। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়হীন সর্ব্বহারা দল তাহাদের শিবিরগুলি সুসজ্জিত করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করে নাই।

এক অন্ধ বৃদ্ধ—তার নাম নন্দলাল কর্ম্মকার। রাষ্ট্রপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একখানা যষ্টি প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি অন্ধের এই ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ২০৲ টাকা প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি খুব ভাবপ্রবণ হৃদয়বান্। কয়েকদিন পূর্ব্বে মহাত্মাজীর শূন্য আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বালকের মত রোদন করিয়াছিলেন। তিনি এই শিবিরে কয়েকটি সদ্যজাত শিশুকে দেখিয়া চিত্তের কোমলত্ব প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। বাস্তহারাদের অভিনন্দনের উত্তরে খুব মর্ম্মস্পর্শী বাঙলা ভাষায় সকলকে কিছুদিন ধৈর্য্য সহকারে সকল কষ্ট সহিবার জন্য অনুরোধ করেন।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের কৃতী সন্তান হইলেও কলিকাতার বা বাঙলার তিনি স্বজন নহেন—একথা বলা চলে না। বালক রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের সন্তান, কিন্তু যুবক রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মান্য গণ্য হইয়াছেন, এ কথা তিনি নিশ্চয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

যে বাঙলা একদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মুক্তিপথের প্রথম সন্ধান দিয়া কত বঙ্গ সন্তানকে আত্মবলি দিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই বাংলা নব লব্ধ স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ পুত্রকন্যাকে আজিও অনিচ্ছায় বলি দিতে বাধ্য হইতেছে। আজ পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা সন্তান স্বল্প পরিসর পশ্চিমবঙ্গে স্থান না পাইয়া সে যুগে নির্ব্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত সন্তানগণ যে আন্দামান দ্বীপে যাইতে বাধ্য হইত, আজ বিনা অপরাধে সেই আন্দামানে সপরিবারে যাইতে বাধ্য হইতেছে।

সুশিক্ষিত রাষ্ট্রপতি ভারতের বরণীয় ত্যাগী নেতৃবৃন্দ সকলকেই জানেন। আজ ধুবুলিয়া ও রাণাঘাটে যে সব সর্ব্বত্যাগী জীবগুলিকে দেখিলেন তাহাদের ত্যাগ কোনও নেতার ত্যাগ চেয়ে কম কি? বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দিয়া তৎপরবর্ত্তী অহিংস নেতৃবৃন্দের কারাবাস গৃহবাস অপেক্ষা কম আরামের ছিল না। কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যভোগে তাঁহারা কখনও বঞ্চিত হন নাই। ধুবুলিয়া রাণাঘাটের—সর্ব্বহারা দল পুরুষানুক্রমে সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার বলিরূপে তনুত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে না কি? বাঙলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি যদি ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙলার যে অংশ বিহারের সামিল করা হইয়াছিল, সেই অংশ বাঙলাকে প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই সকল বাঙালী শরণার্থীর অনেকেই বাঙলার বুকে আশ্রয় পাইতে পারে।

১৩৫৭ সালের
বাংলা বর্ষলিপি

১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত, শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

আমরা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত এই অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত বর্ষলিপির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

পূর্ব্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে এমনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে ইহা প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষী শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহ পঞ্জিকার মত নিত্য সহচররূপে প্রতি গৃহে রাখিবার উপযুক্ত। শিক্ষার্থিগণ তাঁহাদের পরীক্ষায় প্রদত্ত বহু প্রশ্নের উত্তর ইহার সাহায্যে করিতে পারেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২০শে নভেম্বর ১৯৫০

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

৪৪ মর্গেজ ডিঃ নারায়ণচন্দ্র দত্ত দিং নাঃ পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং স্নেহলতা দত্ত দেং দীনেশচন্দ্র দাসগুপ্ত দাবি ৫৩৯/০ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ০৪ শতকের কাত ২৲৫ আঃ ১৭৲ থং ২৭৪ জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত পোক্তা বাটী মায় চৌকাঠ কপাট, তীর বরগা জানালা নওয়া জিমাসহ দখলকার ২নং লাট থানা ঐ মৌজে মঙ্গলজুন ৩-৯১ শতকের কাত ১৭৲২ আঃ ১৫০৲ থং ৯০ রায়ত স্থিতিবান ৩নং লাট জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২-২৯ শতকের কাত ৮৲ আঃ ৭৫৲ থং ৫৬২ রায়ত স্থিতিবান।

* উপরের ৪৪ মর্গেজ জারী গত ১৭ই আশ্বিন তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদে' ছাপা হইয়াছিল। অপর পৃষ্ঠায় লিখিত ২টী লাট বাদ পড়ায় উহা পুনরায় ছাপান হইল।

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১৪ অন্য ডিঃ শিবরাম সাহা দেং ইউসুপ আলি খাঁ দাবি ৬১৸৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ঐ ১৪ শতকের কাত জমার যোগ্য আঃ ৫০৲ থং ৫৯১

৩২ মনি ডিঃ মুরলীধর সরকার দিং দেং প্রভাতকুমার দাস দাবি ৯১/৬ থানা সুতি মৌজে গোপালনগর ৬৷০ শতকের কাত ।/১ আঃ ১৫৲ থং ১৮৭ ২। মৌজাদি ঐ ৩৷ শতকের কাত ৵১০ আঃ ৮৲ থং ১৮৬ ৩। মৌজাদি ঐ ১৪ শতকের কাত ।৵৮ আঃ ৩৫৲ থং ১৮৫

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২০শে নভেম্বর ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১৭৬ থাং ডিঃ আবুল হায়াত খাঁ চৌধুরী দিং দেং মহেন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৪৬৷৵৩ থানা ফরক্কা মৌজে শ্রীমন্তপুর ৫৩ শতকের কাত ।৵৬ ও শস্যের সিকি আঃ ২৫৲ থং ১১৩৮

১৭৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ধরণীধর মণ্ডল দিং দাবি ৮৪৷৸৵০ থানা ঐ মৌজে বেওয়া ২৩-৪২ শতকের কাত ১৮৲২ ও শস্যের সিকি থং ১২৯৯ ও অন্যান্য

৩৩০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৭৷৩ মৌজাদি ঐ ৪-৮৮ শতকের কাত ৩৷৵০ ও শস্যের সিকি আঃ ১০০৲ থং ১৩৪৭

৩৪ মনি ডিঃ মুরলীধর সরকার দিং দেং প্রভাতকুমার দাস দাবি ৩২৫৸৵৯ থানা সুতি মৌজে অমরপুর ১৭ শতকের কাত ৷৬ আঃ ৪০৲ থং ১৭৫ ২। মৌজাদি ঐ ৫ শতকের কাত ৵১০ আঃ ১০৲ থং ১৭৬ ৩। মৌজাদি ঐ ৫ শতকের কাত ৵১০ আঃ ১০৲ থং ১৭৩ ৪। মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ৵৯ আঃ ১৫৲

৩৫ মনি ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৪৷৬ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ।/০ আঃ ১৫৲ থং ১৭১ ২। মৌজাদি ঐ ৮ শতকের কাত ।০ আঃ ২৫৲ থং ১৭৪ ৩। মৌজাদি ঐ ২৫ শতকের কাত ৵২ আঃ ৬০৲ থং ১৭৫

৩৬ মনি ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৬৯৷৵৩ মৌজাদি ঐ ২৬ শতকের কাত ৸৬ আঃ ৬০৲ থং ৩০০ ২। মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ।৵০ আঃ ২৫৲ থং ৩০১

৩৪৮ থাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং মহম্মদ ইউনুস বিশ্বাস দাবি ৪৪/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে একরখী ১-৭৫ শতকের কাত ৭৷/৬ আঃ ১৫০৲ থং ১৭৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৩৭০ থাং ডিঃ এব্রাহিম বিশ্বাস দিং দেং জহিমন বেওয়া দিং দাবি ২১৸৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মহিষাস্থলী ৪৫ শতক মধ্যে ১৭ শতকের কাত ২৷০ আঃ ১৫৲ থং ২৪০

[পরপৃষ্ঠা দেখুন।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার জের)

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে নভেম্বর ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১৪৮ খাং ডিঃ উমাপদ চৌধুরী দিং দেং সৃষ্টিধর মণ্ডল দাবি ৮৸৯ থানা ফরক্কা মৌজে পুরাণ চণ্ডীপুর ৪ শতকের কাত ৵১১ আঃ ৫৲ খং ৩৮

২২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মোসাহের বিশ্বাস দাবি ৩০।৵০ থানা ঐ মৌজে সাহানগর ১-১৫ শতকের কাত ৩৸০ আঃ ৫৲ খং ১০৫

২৩১ খাং ডিঃ ঐ দেং বিবি খাতুন আয়েসা দাবি ১৩৸৯ থানা ফরক্কা মৌজে আন্দুয়া ২৮ শতকের কাত ১।৬ আঃ ৫৲ খং ১৯১

২৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং বিধুসুন্দরী দেবী দাবি ৫৪৷৵৯ থানা ঐ মৌজে কেন্দুয়া ১৫৫৪ শতকের কাত ১২।৵৫ আঃ ৫০৲ খং ৫২৪

২৪৭ খাং ডিঃ ঐ দেং সৃষ্টিধর মণ্ডল দাবি ১৭৸৩ থানা ঐ মৌজে চৌকী ও পুরাণ চণ্ডীপুর ১-০৪ শতকের কাত ২৸৩ আঃ ১০৲ খং ৪১।৮৫ স্থিতিবান স্বত্ব

৩৩ মনি ডিঃ মথুরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী দেং দিলমহম্মদ মণ্ডল দাবি ৩৬/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ৮১ শতকের কাত ৪।৬ আঃ ৩০৲ খং ১৪৯

২৮৮ খাং ডিঃ বিধুসুন্দরী দেবী দেং লালগোপাল মণ্ডল দাবি ৩৫৸০ থানা ফরক্কা মৌজে আন্দুয়া ২০৯১ শতকের কাত ২৫৸৵৬ আঃ ২৫৲ খং ৪৮।১৮৩।১০৬

২৮৯ খাং ডিঃ ঐ দেং মাণিক মণ্ডল দাবি ১২।৩ থানা ঐ মৌজে সাহানগর ৪০১ শতকের কাত ৪৸৵৭ আঃ ৫৲ খং ৬১।২০৫

২৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং মবারক চৌধুরী দিং দাবি ১২৷৵৬ থানা ঐ মৌজে কেন্দুয়া ১৩৩ শতকের কাত ১৷৵৩ আঃ ৫৲ খং ১৩৪

২৯১ খাং ডিঃ ঐ দেং রমণী মণ্ডল দাবি ১১৷/০ থানা ঐ মৌজে আন্দুয়া ও চণ্ডীপুর ২৯০ শতকের কাত ৩৸৫ আঃ ১০৲ খং ৫৫।৪৮

২৯২ খাং ডিঃ ঐ দেং দুলালচন্দ্র মণ্ডল দাবি ১৩।/৯ থানা ঐ মৌজে চৌকি ২৫৮ শতকের কাত ২৷/৫ আঃ ১০৲ খং ১০৬

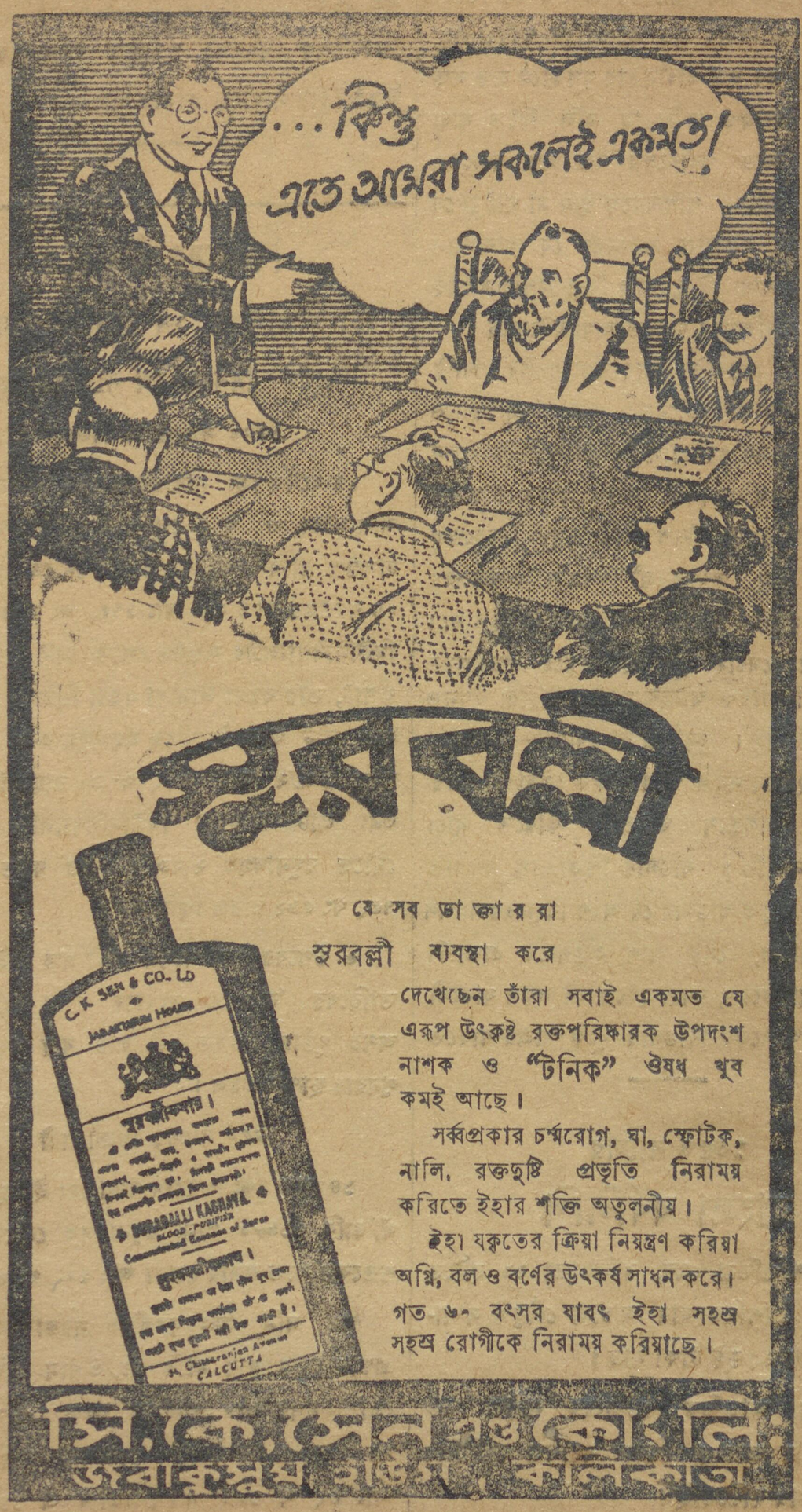

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত